২৩-০৯-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "অব্যক্ত বাপদাদা" রিভাইসঃ ১৮-০১-৮৪ মধুবন

স্মৃতি দিবসের মহত্ব

আজ মধুবনের বাবা মধুবনে এসেছেন বাচ্চাদের সাথে মিলিত হতে । আজ অমৃতবেলা থেকে স্নেহী বাচ্চাদের স্নেহের গীত, সমান বাচ্চাদের মিলনোৎসব উদযাপনের গীত, সংস্পর্শে থাকা বাচ্চাদের উদ্যম-উৎসাহে ভরা সুর, বন্ধেলী (যারা বন্ধনে রয়েছে) বাচ্চাদের স্নেহভরা মিষ্টি অনুযোগ, অনেক বাচ্চাদের স্নেহপুষ্প বাপদাদার কাছে এসে পৌঁছেছে । দেশ-বিদেশের বাচ্চাদের সমর্থ সঙ্কল্পের শ্রেষ্ঠ প্রতিজ্ঞা বাপদাদার খুব কাছে এসেছে । বাপদাদা সব বাচ্চাদের স্নেহের সঙ্কল্প এবং সমর্থ সঙ্কল্পের রেসপন্ড করছেন, "সদা বাপদাদার স্নেহী ভব" ! "সদা সমর্থ সমান ভব, সদা উৎসাহ-উদ্দীপনায় সমীপ ভব, নিষ্ঠার অগ্নি দ্বারা বন্ধনমুক্ত স্বতন্ত্র আত্মা ভব" । বাচ্চাদের বন্ধনমুক্ত হওয়ার দিন সমাগত প্রায় । বাচ্চাদের সস্নেহ হৃদয়ের আওয়াজ, কুম্ভকর্ণ আত্মাদের অবশ্যই জাগাবে । সেই একই আত্মারা যারা বন্ধন তৈরি করেছে তারাই নিজেদের স্বয়ং ঈশ্বরীয় স্নেহের বন্ধনে বাঁধবে । বাপদাদা বন্ধন-বেড়ি পরা বাচ্চাদের শুভ দিন আসার আশ্বাস দিচ্ছেন, কারণ - আজকের এই বিশেষ দিনে স্নেহের বিশেষ মোতি বাপদাদার কাছে পৌঁছায় । স্নেহের মোতি তোমাদের শ্রেষ্ঠ হীরে বানিয়ে দেয় । আজ সমর্থ দিবস । আজকের দিন সমান বাচ্চাদের ততত্বম্ বরদান প্রাপ্তির দিন । আজকের দিনে বাপদাদা শক্তিসেনাকে সর্বশক্তি উইল করে দেন, উইল পাওয়ার দেন এবং তিনি তোমাদের উইলের পাওয়ার দেন । আজকের দিনে বাবার ব্যাকবোন হয়ে বাচ্চাদের বিশ্বের ময়দানে সামনে নিয়ে আসেন । বাবা আননোন (অপরিচিত), বাচ্চারা ওয়েল-নোন (সুপরিচিত) । আজকের দিন ব্রহ্মাবাবার কর্মাতীত হওয়ার দিন । তীব্রগতিতে বিশ্ব কল্যাণ, বিশ্ব পরিক্রমা করার কার্য আরম্ভ হওয়ার দিন আজ । আজকের দিন দর্পণরূপী বাচ্চাদের দ্বারা বাপদাদার প্রখ্যাত হওয়ার দিন । বিশ্বের বাচ্চাদের কাছে বিশ্বপিতার পরিচয় দেওয়ার দিন আজ । সকল বাচ্চাদের নিজের স্থিতি, জ্ঞান স্তম্ভ, শক্তিস্তম্ভ অর্থাৎ স্তম্ভসম অনড়, অটল হওয়ার প্রেরণা দেওয়ার দিন । প্রত্যেক বাচ্চা বাবার স্মরণিক শান্তিস্তম্ভ । এটা স্থূল শান্তিস্তম্ভ যা বানানো হয়েছে । যেমনই হোক, তোমরা সব চৈতন্য বাচ্চারাই বাবার স্মরণে থাকা স্মৃতিস্তম্ভ । বাপদাদা তোমরা সব চৈতন্য স্তম্ভ বাচ্চাদের পরিক্রমণ করেন । এখন যেমন শান্তিস্তম্ভে গিয়ে দাঁড়াও, তেমনই স্মরণে থাকা তোমরা সব স্তম্ভের সামনে বাপদাদা দাঁড়িয়ে থাকেন । আজ এই দিনে তোমরা বিশেষভাবে বাবার কামরায় যাও । বাপদাদাও সব বাচ্চাদের মন-কামরায় তাদের সাথে হৃদয়ের কথা বলেন । তোমরা বাবার কুটিরেও যাও । কুটির হলো প্রিয়তম এবং প্রিয়ার স্মৃতিচিহ্ন । অনুরাগী বাচ্চাদের সাথে প্রিয়তম বাবা মিলনোৎসব পালন করেন । সুতরাং বাপদাদাও সব অনুরাগী বাচ্চাদের বিভিন্ন সঙ্গীত-সুর শুনতে থাকেন ।

কেউ স্নেহের তালে সুর তোলে, কেউ শক্তির তালে, কেউ আনন্দ, কেউ বা প্রেমের তালে । বিভিন্নরকম তালে তান শুনতে থাকেন । বাপদাদাও তোমাদের সাথে সাথে ক্রমাগত পরিক্রমণ করতে থাকেন । তাহলে, আজকের দিনের বিশেষ মহত্ব বুঝেছো তোমরা !

আজকের দিন শুধু স্মরণের দিন নয় বরং স্মরণ তথা সমর্থী দিবস । আজ বিচ্ছেদ বা বৈরাগ্যের দিন নয় । বরং এটা সেবায় দায়িত্বের রাজ্যাভিষেক দিবস । এই দিন সমর্থের স্মৃতির তিলক গ্রহণের দিন ।

"সামনে বাচ্চা, পিছনে বাবা", এই সঙ্কল্পের সাকার রূপ হওয়ার দিন । আজ, এই দিনে ব্রহ্মাবাবা ডবল বিদেশি স্নেহী বাচ্চাদের বাবার সঙ্কল্প এবং তাদের জন্য তাঁর আহ্বানের সাকার উল্লাস দেখে

বিশেষভাবে পুলকিত হচ্ছেন । কিভাবে সস্নেহে তোমরা বাবার কাছে পৌঁছে গেছ ! তোমাদের প্রতি ব্রহ্মাবাবার আহ্বানের প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ তোমরা, এমন সর্বশক্তির রসভরা শ্রেষ্ঠ ফল দেখে ব্রহ্মাবাবা তোমরা সব বাচ্চাদের বিশেষ অভিনন্দন এবং বরদান দিচ্ছেন । সদা সহজ বিধি দ্বারা ক্রমাগত অবিরতভাবে বৃদ্ধি অর্থাৎ উন্নতি করতে থাকো । বাচ্চারা যেমন প্রতি পদে "বাবার চমৎকার" এই গীত গায়, সেইরকম বাবাদাদাও এটাই বলেন, "বাচ্চাদের চমৎকার" । তোমরা দূরদেশী, দূরের ধর্মের হয়েও তোমরা কতো কাছে এসে গেছ ! আবুতে থাকা যারা কাছের, তারা দূর হয়ে গেছে । তারা সাগরতীরে বাস করেও পিপাসার্ত থেকে গেছে, কিন্তু ডবল বিদেশি বাচ্চারা অন্যদের পিপাসা মেটানোর জ্ঞান গঙ্গা হয়ে গেছে । এই চমৎকারিত্ব বাচ্চাদেরই ! তাইতো বাপদাদা এইরকম সৌভাগ্যবান বাচ্চাদের প্রতি সদাসর্বদা খুশি হন । তোমরাও সবাই খুশি তো, তাই না ? আচ্ছা –
এইরকম সদা সমান হওয়ার শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্পধারী, সর্বশক্তির উইল দ্বারা যারা তাদের উইল পাওয়ার জিইয়ে রাখে, যারা সদা প্রিয়তম'র প্রিয়া হয়ে বিভিন্ন সুর শোনায়, যারা প্রতিনিয়ত স্তম্ভ সমান অনড় এবং অচল থাকে, সহজ বিধি দ্বারা সদা বৃদ্ধি লাভ ক'রে সবকিছুতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করিয়ে, সদা মধুর মিলন উদযাপন করে, দেশ-বিদেশের সেই সবরকম ভ্যারাইটি বাচ্চাদের পুষ্পবৃষ্টি সহকারে বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার ।

আজ সকল স্নেহী, বিশেষ সেবাধারী বাচ্চাদের বতনে ডাকা হয়েছে । জগৎ অম্বা এবং দিদিকেও ডাকা হয়েছে । বিশ্ব কিশোর এবং সকল অনন্য বাচ্চারা, যারা সেবার জন্য গেছে, তাদের সবাইকে বতনে ডাকা হয়েছে বিশেষ স্মৃতি দিবস উদযাপন করার জন্য । ডবল সেবার নিমিত্ত হওয়া সকল অনন্য বাচ্চারা সঙ্গমের ঈশ্বরীয় সেবাতেও সাথী আর ভবিষ্যৎ রাজ্য তোমাদের প্রাপ্ত করানোর সেবাতেও সাথী । সুতরাং তারা ডবল সেবাধারী তো হয়েই গেল, তাই না ! এইরকম ডবল সেবাধারী বাচ্চারা বিশেষভাবে মধুবনে আসা সকল স্নেহী সহযোগী আত্মাদের স্মরণ-স্নেহ দিয়েছে । আজ বাপদাদা তাদের তরফে স্মরণ-স্নেহের সন্দেশ (বার্তা) দিচ্ছেন । বুঝেছো তোমরা ! তোমরা কাউকে, তো অন্যেরা অন্য কাউকে স্মরণ করে । বাবার সাথে সেবার্থে নিমিত্ত সমস্ত অ্যাডভান্স পুরুষার্থী বাচ্চাদের, যারাই তোমাদের সঙ্কল্পে স্মরণ করছো, তাদেরকে স্মরণ করার জন্য রিটার্ণে তারা সবাই তোমাদের স্মরণ-স্নেহ দিয়েছে । পুষ্পশান্তাও সস্নেহে স্মরণ করেছেন । এমন কতো নাম বাবা উল্লেখ করবেন ! বতনে সকলের জন্যই বিশেষ পার্টি ছিলো । দিদি ডবল বিদেশিদের বিশেষ স্মরণ দিয়েছেন । তোমরা অনেকেই আজ দিদিকে বিশেষভাবে স্মরণ করেছো, তাই না ? কারণ তোমরা সব ডবল বিদেশিরা শুধুমাত্র দিদিকেই দেখেছো । তোমরা জগৎ অম্বা বা ভাউ (ভাই বিশ্ব কিশোর) কাউকেই দেখনি, এইজন্য বিশেষভাবে দিদিই স্মরণে এসেছেন । তাঁর অন্তিম মুহূর্তে তিনি সম্পূর্ণভাবে নিঃসঙ্কল্প এবং নির্মোহ ছিলেন । তিনিও তোমাদের স্মরণ করেন, কিন্তু সেটা আকৃষ্ট করার স্মরণ নয় । তিনি স্বতন্ত্র আত্মা । তাদেরও সংগঠন শক্তিশালী হচ্ছে । তারা সকলেই নামিগ্রামী অর্থাৎ সুপরিচিত । আচ্ছা –

কিছু বিদেশি ভাই-বোনেরা সেবাতে যাওয়ার জন্য বাপদাদার থেকে ছুটি নিচ্ছে :-
সব বাচ্চাদের বাপদাদা এটাই বলেন যে তোমরা যাচ্ছনা, কিন্তু সেবা করে বাবার সামনে ফুলের তোড়া আনার জন্য, আবারও ফিরে আসার জন্য যাচ্ছ, এই কারণে তোমরা ঘরে যাচ্ছ না, তোমরা সেবাতে যাচ্ছ । সবসময় মনে রেখো, সেটা তোমাদের ঘর নয়, সেটা সেবাস্থান । করুণাময় বাবার বাচ্চা তোমরা, সুতরাং দুঃখী আত্মাদেরও কল্যাণ করো । সেবা বাদ দিয়ে তোমরা শান্তিতে ঘুমাতেও

পারবেনা । স্বপ্নও তো আসে সেবারই, তাই না ! চোখ খোলার সাথে সাথেই তোমরা বাবার সাথে মিলিত হও এবং সারাদিন তোমরা শুধু বাবা আর সেবার চিন্তা করো । দেখ, বাপদাদা কতো গৌরবান্বিত যে শুধুমাত্র একটা বাচ্চা সার্ভিসেবল নয়, বরং তোমরা সব বাচ্চারা সার্ভিসেবল । প্রত্যেক বাচ্চা বিশ্ব কল্যাণকারী । এখন দেখা যাক ফুলের তোড়া কে সবচেয়ে বড় আনতে পারে ! তাহলে তোমরা যাচ্ছ নাকি আবার ফিরে আসছ ! সুতরাং অধিক স্নেহ কার, বাবার নাকি তোমাদের ? যদি বাচ্চাদের স্নেহ বেশী থাকে, তবে বাচ্চারা সেফ । মহাদানী, বরদানী, সম্পন্ন আত্মারা যাচ্ছে, এখন অনেক আত্মাদের তোমাদেরকে ধনবান বানাতে হবে, তাদের সাজিয়ে বাবার সামনে নিয়ে আসতে হবে । তোমরা যাচ্ছ না কিন্তু সেবা করে তিন গুন হয়ে ফিরে আসবে । শারীরিকভাবে যতো দূরেই যাও, কিন্তু তোমরা আত্মারা সদা বাবার সাথে আছো । বাপদাদা সহযোগী বাচ্চাদের সদাই সাথ দেন । সহযোগী বাচ্চাদের সদা সহযোগের প্রাপ্তি হয় । আচ্ছা ।

ডবল বিদেশি ভাই বোনেদের প্রশ্ন এবং বাপদাদার উত্তর

প্রশ্নঃ - কোনো কোনো ব্রাহ্মণ আত্মাদের ওপরে ইভিল সোলস্-এর প্রভাব পড়ে, সেই সময় কি করা উচিৎ ?
উত্তরঃ - এই পরিস্থিতিতে সেবাকেন্দ্রের বাতাবরণ সদাসর্বদা অতি শক্তিশালী থাকতে হবে । সেইসঙ্গে তোমাদেরও নিজেদের স্থিতি অবশ্যই শক্তিশালী হতে হবে । তাহলেই সেই ইভিল স্পিরিট কোনকিছু করতে পারবে না । এরা মনকে কব্জা করে নেয় । মনের শক্তি দুর্বল হওয়ার কারণে, আত্মার ওপর এর প্রভাব পড়ে । সুতরাং, শুরু থেকে প্রথমেই যোগযুক্ত আত্মাদের বিশেষ যোগ ভাট্টি করে তার প্রতি (প্রভাবিত আত্মাকে) শক্তি দাও এবং সেই যোগযুক্ত যে গ্রুপ, তাদের বুঝতে হবে যে এই বিশেষ কার্য তাদেরকে করতে হবে । যেমন অন্য প্রোগ্রাম হয়, তেমনই এই প্রোগ্রাম এমন অ্যাটেনশনের সাথে করতে হবে, আর শুরু থেকেই সেই আত্মা শক্তি পেয়ে গেলে সে বাঁচতে পারবে । সেই আত্মার ওপরে অন্যের প্রভাব থাকার কারণে পরবশ আত্মা যদি যোগে নাও বসতে পারে, তাহলেও সেটা কোনো ব্যাপার নয়, কিন্তু তোমরা তোমাদের কার্য নিশ্চয় বুদ্ধি হয়ে করতে থাকো । তারপরে, ধীরে ধীরে সেই আত্মার অস্থিরতা শান্ত হয়ে যেতে থাকবে । সেই ইভিল আত্মা প্রথমে তোমাকে আক্রমণ করার চেষ্টা করবে, কিন্তু তুমি অবশ্যই উপলব্ধি করো যে, তোমাকে এই কার্য করতেই হবে, ভয় পেয়োনা, তারপরেই ধীরে ধীরে তার প্রভাব সরে যাবে ।

প্রশ্নঃ - সেবাকেন্দ্রে যদি কোনো আত্মা জ্ঞান শোনার জন্য আসে, তবে কি করা উচিৎ ?
উত্তরঃ - যদি জ্ঞান শুনে সেই আত্মার মধ্যে কোনও পার্থক্য বা যদি সেই আত্মা সেকেন্ডের জন্যেও কিছু অনুভব করে, তখন সেই আত্মাকে তোমাদের উৎসাহিত করা উচিৎ । কখনো কখনো আত্মারা তাদের ঠিকানা খুঁজে না পাওয়ার কারণেও তোমাদের কাছে আসে, তোমাদের পরখ করে নিতে হবে, সেই আত্মা পরিবর্তন হতে এসেছে নাকি তাদের অস্থির স্থিতির কারণে যেখানে জায়গা পেয়েছে এসে গেছে ! পরখ করা প্রয়োজন কারণ, অনেকবার এমন ক্ষিপ্ত অবস্থা হয় যে যেখানে দরজা খোলা দেখবে সেখানে যাবে । তাদের কোনো হুঁশ থাকেনা । সুতরাং এইরকম অনেক আত্মা আসবে, কিন্তু প্রথমে তাদেরকে তোমাদের পরখ করতে হবে । তা' নয়তো সময় ওয়েস্ট হবে । কখনো কেউ ভালো উদ্দেশ্যে আসবে, কিন্তু অন্যের দ্বারা প্রভাবিত, তখন তোমাদের কর্তব্য তাকে শক্তি দেওয়া । কিন্তু এইরকম আত্মাদের কখনো একা অ্যাটেন্ড কোরোনা । কুমারীরা কেউ এমন আত্মাকে একা অবশ্যই

অ্যাটেন্ড কোরোনা, কারণ, কুমারীকে একা দেখে তাদের উন্মাদনা আরও বেড়ে যায় । সুতরাং, যদি তোমরা উপলব্ধি করো যে সেই আত্মা যোগ্য, তবে তাকে আসার এমন সময় স্থির করে দাও যখন আরও দু-তিনজন অথবা দায়িত্বশীল কেউ অথবা বিচক্ষণ কেউ চারপাশে উপস্থিত থাকবে । এইরকম হলে তবেই সেই সময় ওই আত্মাদের ডেকে তাদের সাথে ব'সো, কারণ বর্তমান সময় দুনিয়া অতি মলিন এবং লোকের মনে অনেক খারাপ সঙ্কল্প থাকে এইজন্য কিছু অ্যাটেনশনের প্রয়োজন । তোমাদের যদি অত্যন্ত ক্লিয়ার বুদ্ধি থাকে তবে তাদের প্রত্যেকের ভাইব্রেশন ক্যাচ করতে পারবে কি উদ্দেশ্যে তারা এসেছে ।

প্রশ্নঃ - আজকাল কোনো কোনো স্থানে খুব চুরি আর ভয়ের বাতাবরণ, তার থেকে নিজেদের কিভাবে সুরক্ষিত করবো ?
উত্তরঃ - এর জন্য যোগের অনেক শক্তি প্রয়োজন । ধরো, কেউ তোমাদের ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যে এসেছে, তখন সেই সময় যোগের শক্তি দাও । সেই সময় যদি তুমি কিছু বলো তবে ক্ষতি হয়ে যাবে, সুতরাং এই সময় শান্তির শক্তি দাও । সেই সময় কিছু বলা মানেই আগুনে তেল ঢালা । তোমরা অবিচলিত থাকো, যেন তোমাদের কোনো পরোয়া নেই । সে যা-ই করুক সাক্ষী হয়ে সেই অনাচারীকে শান্তির শক্তি দাও, তবে সে তার হাত চালাবে না অর্থাৎ হিংস্র হয়ে উঠবে না । সে বুঝবে যে এদের তো কোনও পরোয়া নেই । নয়তো, সে তোমাদের ভয় দেখাবার চেষ্টা করবে, ভয় পেলে বা দ্বিধাগ্রস্ত হলে সে আরও দ্বিধায় ফেলে দেবে । ভয় তাদের সাহস যোগায়, এইজন্য ভয় পেলে চলবে না । এমন সময়ে সাক্ষীদ্রষ্টার স্থিতি ইউজ করতে হবে । এই সময়ে তোমরা যা অভ্যাস করেছো সেসব প্রয়োগ করতে হবে ।

প্রশ্নঃ - বাপদাদা দ্বারা যে ব্লেসিং পাওয়া যায়, তার অপপ্রয়োগ কিভাবে হয় ?
উত্তরঃ - বাপদাদা যেমন কখনো কখনো কিছু বাচ্চাদের সার্ভিসেবল বা অনন্য বলেন, অথবা কোনো বিশেষ টাইটেল দেন । আর বাচ্চারা সেই টাইটেলের মিসইউজ করে । তারা ভাবে, "আমি তো এমন হয়েই গেছি । আমি এইরমই ।" আর এইরকম ভেবে তারা নিজের পরবর্তী পুরুষার্থ ছেড়ে দেয়, সেটাকেই বলা হয় মিসইউজ অর্থাৎ সঠিকভাবে কোনকিছু ব্যবহার না করা, কারণ বাপদাদা যে বরদান দেন সেই বরদান নিজের জন্য এবং সেবার জন্য প্রয়োগ করতে হবে, এটাই হলো সঠিকভাবে ইউজ করা এবং মিসইউজ করা মানে অসতর্ক হয়ে যাওয়া ।

প্রশ্নঃ - বাইবেলে দেখানো হয়, অন্তিম সময় অ্যান্টি-ক্রাইস্টের রূপ হবে, এর অর্থ কি ?
উত্তরঃ - অ্যান্টি-ক্রাইস্টের অর্থ, সেই ধর্মের প্রভাব হ্রাস করা । আজকাল যদি তোমরা সেই খ্রীশ্চান ধর্মের দিকে দেখ, খ্রীশ্চান ধর্মের ভ্যাল্যুকে কম মনে করা হচ্ছে । সেই ধর্মাবলম্বীরা নিজেদের ততো শক্তিশালী মনে করেনা এবং অন্যের মধ্যে তারা বেশি শক্তি অনুভব করে, এরাই অ্যান্টি-ক্রাইস্ট হয়ে যায় । আজকাল যেমন অনেক পাদ্রী ব্রহ্মচর্যকে ততটা গুরুত্ব দেয়না, এমনকি তারা ব্রহ্মচারীদের গৃহস্থ হতে প্রেরণা দিতে শুরু করেছে । সুতরাং, এইভাবে সেই ধর্মের লোকেরা অ্যান্টি-ক্রাইস্ট হয়ে যায় । আচ্ছা !

বরদানঃ - বাবার রাইট হ্যান্ড হয়ে প্রতিটি কার্যে সদা এভাররেডি থেকে মাস্টার ভাগ্য বিধাতা ভব

যে বাচ্চারা বাবার রাইট হ্যান্ড হয়ে বাবার প্রতিটি কার্যে সদা সহযোগী, সদা এভাররেডি থাকে, আজ্ঞাকারী হয়ে সদা বলে হ্যাঁ বাবা, আমরা প্রস্তুত । বাবাও এইরকম সহযোগী বাচ্চাদের সদা মুরব্বি বাচ্চা, সুপুত্র বাচ্চা, বিশ্বের শৃঙ্গার সম্বোধন ক'রে, তিনি তাদের মাস্টার বরদাতা এবং ভাগ্য বিধাতার বরদান দেন । এইরকম বাচ্চারা প্রবৃত্তিতে থেকেও প্রবৃত্তির বৃত্তির ঊর্ধ্বে থাকে, গার্হস্থ্য ব্যবহারে থেকেও সদা অলৌকিক ব্যবহারের খেয়াল রাখে ।

স্লোগানঃ – প্রতিটা বোল এবং কর্মে সততা ও স্বচ্ছতা থাকলে তবে ঈশ্বরের প্রিয় রত্ন হয়ে যাবে ।